International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
Volume-III, Issue-VII, August 2017, Page No. 41-47
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

কৈলাশ সত্যার্থী: শিশুর অধিকার ও শিক্ষা

সূর্য্য কান্ত ভূঞ্যা
শিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
দেব প্রসাদ শিকদার
শিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In the present century, Kailsh satyarthi is an important figure who played for child education. Shree Satyarthi is a renowned Indian child rights activist and the winner of Noble peace prize in 2014. Kailash Satyarthi was born 11th January of 1954 in the Bidisha distract of Madhya Pradesh in India. He is the founder of Bachpan Bachao Aandolon, an organization dedicated towards the education of child labor and rehabilitation of the rescued former child worker. He is involved in this great act for many years. Satyarthi is involved with about 40 national and international organizations. More than 144 countries of the world have accepted his pivotal in the act of child education. After considering the qualities of the great act of Satyarthi, many countries honored and awarded him. He played a Glover march which was about more than 80 thousands km from the act of child education. The Global march touched more than 103 countries around the world. In protecting the act of child employment, child right to education, protecting many social tortures Satyarthi has giver his significant effort, which is present in many medium. Through various social media like newspaper, interview, radio, television, he is battling for child education. In our discussion about the right of child education, we can see that era to era people became conscious and launched many law to protect the right of child education. In the some cases it is seen that people are neglecting their own made to provide child education by employing the child in various work. Human rights and education are vary important in 21st century. The United Nation has accepted the struggle of Kailash Satyarathi. According to the United Nation Satyarthi energized in the human rights and education which has played a pivotal in national scenario. The principle of Norway Nobel committee gives the introduction to the laureate in the ' Nobel peace Prize- 2014'. The principle Tharbjon jogland said that Shree Kailash Satyarthi played a pivotal role to rub out the child employment in the whole world. Shree Satyarthi battled for the child right. Though pur country Indian has passed the law of unemployment of children, but it cannot rub out totally. At present the law has been reformed in effort of Kailash Satyarthi. The struggle of Kailash Satyarthi is noticeable. The thought of Satyarthi and his oblation inspired many national leaders. After studying the given research paper, we can conclude that the contribution of Kailash satyarthi is unbelievable.

Key Words: Child rights, child education, Bachpan Bachao Andolon, Global march.Goodweave.

ভূমিকা : পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশে প্রত্যেক শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিশুর শিক্ষা জরুরী প্রয়োজন। শিক্ষার বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার আইন আজও পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হয়নি। শিশু পাচার, শিশুশ্রম, নির্যাতন, অত্যাচার ইত্যাদি সামাজিক অভিশাপগুলি শিশুর অধিকার ও শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষায় বার বার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। এহেন প্রতিবন্ধকতার ধারা আজও বহমান পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে। একাধিক রাষ্ট্র শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব বিচারে বা প্রাধান্যের দিক থেকে প্রথম সারিতে অগ্রাধিকার দেয়নি। শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিশুর অধিকার অর্জনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সুদীর্ঘ। অতীতের ধারাবাহিক ইতিহাস কিংবা দলিলে নজর রাখলে দেখা যায়, শিশুর অধিকার ও শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষায় একাধিকক ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক মাইল ফলকগুলির মধ্যে শ্রী কৈলাশ সত্যার্থী ও তার বচপন বাঁচাও আন্দোলন সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী। শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বহুমুখী একাধিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে শ্রী সত্যার্থী সফলতম ব্যক্তি বিশ্বের দরবারে। শিশুর সামগ্রিক অধিকার রক্ষা প্রধানত শিশুর শিক্ষার অধিকার অর্জনে কৈলাশ সত্যার্থীর ভূমিকা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নরওয়ের নোবেল কমিটি ২০১৪ সালে শ্রী কৈলাশ সত্যার্থী (ভারত) ও মালালা ইউসূফজাই (পাকিস্থানি)-কে 'নোবেল শান্তি পুরষ্কার- ২০১৪' সম্মানে ভূষিত করেন। উপ-মহাদেশের এই দুই কৃতি ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়, শিশু ও তরুণদের নির্যাতনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ এবং সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষার প্রেক্ষাপটে এই পদক প্রদান করা হল। মানবাধিকার রক্ষায় ঐ দুই ব্যক্তির ভূমিকা বিষেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে শ্রী কৈলাশ সত্যার্থীর বহুমুখী কর্মকাণ্ড ও শিশুর অধিকার ও শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষায় বিবিধ উদ্যোগ উপস্থাপিত ও পর্যালোচিত।

কৈলাশ সত্যার্থীর সংক্ষিপ্ত জীবনী : ভারতবর্ষের অন্যতম রাজ্য মধ্যপ্রদেশের বিদিশা জেলায় কৈলাশ সত্যার্থী ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১১-ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী সত্যার্থীর বাবা রামপ্রসাদ শর্মা এবং মা চিরঞ্জৌ বাঈদেবী। সত্যার্থী সরকারি বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারী থেকে বিদ্যালয় পঠন-পাঠন সম্পন্ন করেন। সম্রাট অশোক টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে সত্যার্থী ভোপালের একটি কলেজে শিক্ষাকতার পেশায় নিযুক্ত হন। বেশ কিছু বছর তিনি অধ্যাপনার কাজ করেন। অবশেষে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সত্যার্থী চাকরি ছেড়ে দেন। শ্রী কৈলাশ সত্যার্থীকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে লক্ষ করা যায়। তিনি 'বণ্ডেজ লেবার কমিশন ফ্রন্ট'- এর মহাসচিব হিসাবে কাজ করেন। বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোড়িত 'বচপন বাঁচাও আন্দোলন' বা সেভ দি চাইল্ডহুড' ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এই সংস্থা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে সমগ্র বিশ্বে। প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কর্মকাণ্ড সত্যার্থী শুরু করেন। সেইসঙ্গে তিনি বিশ্বব্যাপী 'গ্লোবাল ক্যাম্পেন ফর এডুকাশন' শিশুর অধিকার অর্জন ও শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষায় একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষভাবে আলোচিত, প্রচারিত এবং প্রশংসিত হয়। শিশুর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ও চিন্তাভাবনার প্রতিষ্ঠা করেন 'রুগমার্ক ফাউন্ডেশন'। যা বর্তমানে 'গুডউইভ ইন্টারন্যাশানাল' নামে কার্যকরী। কৈলাশ সত্যার্থী আন্তর্জাতিক শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিক্ষা বিষয়ক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর অন চাইল্ড লেবার এণ্ড ফাইন্ডেশন'- এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর মুখ্য পদে তিনি যুক্ত। এছাড়াও শ্রী সত্যার্থী ইউনেস্কো, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ইউনিসেফ ইত্যাদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। কৈলাশ সত্যার্থী লেখক হিসাবে একাধিক পত্র-পত্রিকার সাথে যুক্ত। যেখানে শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিশু শিক্ষার অধিকার রক্ষা বিষয়ক তার চিন্তা ভাবনা বিদগ্ধ মহলে বিশেষ প্রভাব ফেলে। পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় 'সংঘর্ষ জারি রহেগা', 'ক্রান্তিধর্মী', 'এসিয়ান ওয়ার্কার্স সোলিডারী লিঙ্ক' ইত্যাদি। সেই সঙ্গে সত্যার্থী একাধিক বই বর্তমান সময় ও সমাজে শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিশুর শিক্ষা বিষয়ক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাঁর অন্যতম বইগুলি হল, 'গ্লোবালাইজেশন, ডেভলপমেন্ট এণ্ড চাইল্ড রাইটস, (২০০৮), 'মিসিং চিলড্রেন অফ ইণ্ডিয়া' (২০১২), 'উইল ফর চিলড্রেন(২০১৭)। কৈলাশ সত্যার্থী

শিশুর শিক্ষার অধিকার অর্জনের লড়াই, সংগ্রামে ভরা কর্মকাণ্ড ও জীবন নিয়ে বিভিন্ন টেলিভিশন, রেডিও ও জার্নালে প্রতিফলিত হয়েছে। যা তাকে বিশ্বের দরবারে কিংবদন্তী করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, বিবিসি, সি এন এন, এ বি সি, এন এইচ কে, জাপান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন, কানাডিয়ান টিভি, এ আর দি, অস্ট্রিয়ান নিউজ, লোকসভা টিভি ইত্যাদির নাম। এ প্রসঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বেশ কিছু ম্যাগাজিনের নাম প্রণিধানযোগ্য, দ্যা টাইম, লাইফ, রিডার্স ডাইজেস্ট, ফর ইস্টার্ন ইকনমিক্স, ওয়াশিংটন পোষ্ট, নিউ ইয়র্ক পোষ্ট, ইনডিপেনডেন্ট, লস এঞ্জেলস টাইমস, দ্যা টাইমস অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদি। প্রায় একশোরও বেশি মাধ্যমে তাঁর কর্মকাণ্ড ও জীবন বিশেষভাবে উপস্থাপিত এবং প্রশংসিত। শ্রী কৈলাশ সত্যার্থীর জীবন ও কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের নিরিখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন দেশ ও বিদেশের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মানিত, পুরস্কৃত ও প্রশংসিত করা হয়। ইউ এস এ, স্পেন, ইতালি জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ইত্যাদি দেশ থেকে শ্রী সত্যার্থীকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শিশুর অধিকার ও শিশুর শিক্ষার অধিকার অর্জনের লড়াই সংগ্রাম ও আন্দোলনের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেন শ্রী সত্যার্থী চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং উদ্যোগী করে বহুমুখী কর্মসূচী পরিকল্পনায় ও বাস্তব রূপায়ণে। সর্বোপরি আমাদের দেশ ভারতবর্ষে বর্তমানে যে শিশুশ্রম আইন সংস্কার, শিশুর শিক্ষার অধিকার আইন ও বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও ইত্যাদি কর্মসূচী রূপায়ণে সত্যার্থীর অবদান বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

শিশুর অধিকার ও শিক্ষা : মানবাধিকার ও শিক্ষার অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এ নিয়ে একাধিক ব্যক্তিবর্গ সময়ে সময়ে সামিল হয়েছেন। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট সংবিধানিক অধিকার রয়েছে। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার আপন স্বাধীন চিন্তা চেতনায় বাস করবে। গণতান্ত্রিক অধিকার সকলের সমান অধিকার। শিশুর অধিকার ও শিশুর শিক্ষার অধিকার মানবাধিকারের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। জন্মসূত্রে বিশ্বের প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যদা ও অধিকার সমান। এ হল এমন এক গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক অধিকার, যা কখনোই কোন নাগরিকের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না। সেই সঙ্গে বলা যায় যে, মানবিকতার দাবিতেই এটি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই বিরাজমান। বর্তমানে আমরা যাকে মানবাধিকার বলে জানি বা বুঝি তা হল এই সব একাধিক নাগরিকের অধিকারেরই সুস্পষ্ট লিখিত রূপ। প্রত্যেক নাগরিকের কাছে এ হেন একাধিক অধিকারগুলি বর্তমান সময় ও দেশে আইনি অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি অর্জিত।

শিশু অধিকার রক্ষার যে ইতিহাস আমরা দেখতে পাই তা অত্যন্ত দীর্ঘ। যুগে যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্র শিশুর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশুরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিশুরা তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিশুদের সুন্দর শৈশব অতিবাহিত হয় বিভিন্ন কলকারখানা, দোকান, হোটেলে, রেস্তোরাও বা কৃষিক্ষেত্রে হাড়ভাঙা শ্রমের দ্বারা। দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের বাবা মায়ের তাদের শিশু সন্তানদের অর্থ উপার্জনের দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য হয়েছে। যারা শিশু শ্রমিক নিয়োগ করে, সেই সমস্ত অসৎ ব্যক্তিরা স্বল্প পারিশ্রমিক দিয়ে শিশু শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে প্রচুর মুনাফা লাভ করে চলেছে। যার ফলে শিশুরা তাদের অন্যান্য অধিকারের সাথে সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছে। একদিকে দারিদ্র্য পীড়িত অসহায় পরিবারের অর্থকষ্ট, অন্যদিকে ধনী মালিক শ্রেণির সীমাহীন লোভ। এই দুইয়ের মাঝে শিশুরা তাদের শৈশবের অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং জর্জরিত। কিন্তু দেশ বা জাতির উন্নয়ন ঘটাতে গেলে প্রথমেই শিশুদের উন্নয়ন, শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং শিশুদের শিক্ষার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ মুষ্টিমেয় ধনবান শ্রেণির উন্নয়নের মাধ্যমে কোন দেশ বা রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশ সম্ভবপর নয়। শিশুদের সার্বিক বিকাশ ঘটলে পরবর্তীতে তারাই দেশ বা রাষ্ট্রকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কারণ আজকের শিশু আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তাই দেশ ও সমাজ গঠনে শিশুর অধিকার রক্ষা করা ও শিশুর শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

আধুনিক বিশ্বে লক্ষ লক্ষ শিশুরা তাদের স্বাধীন শৈশব থেকে বঞ্চিত। প্রধানত বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে এ বক্তব্য আরো বেশি করে সত্য। এই দেশগুলির অসংখ্য শিশুদের কাজের বাজারে টেনে আনা হয়। বেশ কিছু শিশু দারিদ্র্যের শিকার হয়ে শৈশবেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে শিশুশ্রম শিশুর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বৃহত্তর প্রতিবন্ধকতা। সর্বোপরি প্রত্যেক রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে এই শিশুশ্রম বড় বাধা। শিশুর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে শিশুশ্রম বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরী এবং প্রাথমিক কাজ। সেই জন্য প্রয়োজন গরিব, বেকার, নিরক্ষরতা বিষয়ক পরস্পর সম্পর্কিত দিকগুলির প্রতি সু-নজর দিয়ে সুস্পষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ ও সরকারি ব্যবস্থাপনা।

বর্তমান সময়ে শিশুর অধিকার রক্ষায় এবং শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ২০০৯ সালের ২৭ শে আগস্ট 'রাইট টু ফ্রি এণ্ড কম্পালসারি এডুকেশন এ্যাক্ট' ভারতবর্ষের সংসদে পেশ হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ১৬ ই ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয় এবং ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এটি আইন হিসাবে সমগ্র ভারতে বলবৎ করা হয় শিশুর মৌলিক অধিকার রক্ষায় এবং শিশুশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিশুরাই ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনা করবে। দেশ বা জাতির উন্নয়ন এই শিশুদের উপর নির্ভর করেছে। সুতরাং শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে, তাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হবে না। সেই আইনকে বাস্তবে রূপদানের জন্য আমাদের সকলের তৎপর হতে হবে, সচেতন হতে হবে। তবেই শিশুরা তাদের মৌলিক অধিকার উপভোগ করতে পারবে, একটা সুস্থ, উন্নত সমাজ জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

শিশুর অধিকার ও শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষায় কৈলাশ সত্যার্থীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডঃ শিশুর অধিকার রক্ষার সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনায় লক্ষ করা যায় যে, যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠান শিশুর অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়েছেন ও আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শিশুর অধিকার রক্ষায় সামিল হয়েছেন। একাধিক সামাজিক অভিশাপ শিশুর অধিকার রক্ষায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। প্রধানত আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারণে এবং মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিবর্গের অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছে। রাষ্ট্রের অবহেলাও শিশুর অধিকার রক্ষায় অন্তরায়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে যে সকল ব্যক্তিবর্গ আজীবন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন শিশুর অধিকার ও শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব বহন করেন কৈলাশ সত্যার্থী। শ্রী সত্যার্থী হলেন বর্তমান বিশ্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি শুধু নিজের রাজ্য বা দেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে শিশুর অধিকার ও শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডে সামিল। অধ্যাপনার পেশা ছেড়ে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণে তিনি উপনীত। শ্রী সত্যার্থী ব্যক্তিগত জীবনে অর্থ, যশ, প্রতিপত্তির প্রত্যাশী নন। সামাজিক বাধা তারা আন্দোলনের পথে বার বার আঘাত এনেছে। শিশুর অধিকার রক্ষার আন্দোলনে একাধিক অসাধু ব্যক্তিবর্গ তাকে শারীরিক আক্রমনও করেছে। কিন্তু নিজের জীবনকে বাজি রেখে শ্রী সত্যার্থী তার লক্ষ্যে অবিচল। শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিশুদের শিক্ষার অধিকার রক্ষায় তার বহুমুখী কর্মপরিসর অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা অগ্রসর হওয়া যায়।

ক) বচপন বাঁচাও আন্দোলন (বি.বি.এ.): শ্রী কৈলাশ সত্যার্থী অধ্যাপনার পেশা ছেড়ে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বচপন বাঁচাও আন্দোলন বা সেভ দি চাইল্ডহুড নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির আদর্শে আদর্শায়িত শ্রী সত্যার্থী এই সংস্থাটি পৃথিবীর ইতিহাসে বিশেষ মাইল ফলক। বি.বি.এ. একটি অরাজনৈতিক, ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থা। কৈলাশ সত্যার্থী ও তার সম চিন্তা- চেতনায় বিশ্বাসী ও আদর্শায়িত ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে বি.বি.এ. তার কর্মসূচী শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শৈশবের অধিকার হারানো শিশুদের উদ্ধার করা এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া বি.বি.এ. এর অন্যতম কর্মসূচী।

বিভিন্ন কলকারখানা, হোটেল, রেস্তোরাঁও ইত্যাদি স্থান থেকে শিশুদের শুধু উদ্ধার করা নয়, পরবর্তীতে তাদের পুনর্বাসন ও শিক্ষিত করে তোলা বি.বি.এ. এর অন্যতম লক্ষ্য। শিশুদের পুনর্বাসন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বি.বি.এ. এর মুক্তি আশ্রম (১৯৯০, দিল্লী) এবং বাল আশ্রম (১৯৯৭, রাজস্থান) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বি.বি.এ. বর্তমানে প্রায় ৭৫০টিরও বেশি সমাজসেবী সংগঠনের সাথে দক্ষিণ এশিয়ান জোট (এস. এ.সি.সি.এস) গড়ে তোলেন ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। বি.বি.এ. এর অন্যতম কর্মসূচী শিশুর অধিকার ও তাদের শিক্ষার অধিকার অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্তরের নীতি নির্মাণকারীদের যথাযথ নীতি পরিবর্তন, সংশোধন ও প্রণয়নে সুপারিশ করা। বি.বি.এ. এর সাথে যুক্ত প্রায় ৭০,০০০ হাজারেরও বেশি ব্যক্তি এবং প্রায় ১৫০ এরও বেশি বিশেষ স্বেচ্ছাসেবী সদস্য। যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শিশুর অধিকার রক্ষা ও তাদের শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে একাধিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে এগিয়ে চলেছে। বি.বি.এ. বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৮০,০০০ এর বেশি শিশুকে তাদের অধিকার রক্ষা করেছে এবং তাদের শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। সর্বোপরি বি.বি.এ. বর্তমান গণআন্দোলনে উপনীত। শিশুদের অধিকার রক্ষা করা তাদের জন্য পুনর্বাসন ব্যবস্থা করে, শিশুদের অবৈতনিক ও গুণগত মানের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বি.বি.এ. বদ্ধপরিকর।

খ) গ্লোবাল মার্চঃ শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিক্ষার অধিকার অর্জনের বিশ্বব্যাপী প্রচারে ' গ্লোবাল মার্চ' বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রী সত্যার্থী বিহারের নগরউটারী থেকে দিল্লী পর্যন্ত প্রায় ২০০০ কিমি পদযাত্রার আয়োজন করেন। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে কন্যাকুমারী থেকে দিল্লী এবং ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে কাঠকাণ্ডু পর্যন্ত শ্রী সত্যার্থী শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য পদযাত্রা ও প্রচার করেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রী সত্যার্থীর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পদযাত্রা শুরু করেন যা ঐতিহাসিক ঘটনা। এই পদযাত্রা প্রায় ৮০,০০০ কিমি বিস্তৃত। ১০৩ টি দেশকে ছুঁইয়ে যায় এই পদযাত্রা। বৈশ্বিক পদযাত্রা (গ্লোবাল মার্চ এগেন্সষ্ট চাইল্ড লেবার)-য় ৭২ লক্ষ মানুষ যোগদেন। এই পদযাত্রায় পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমাজসেবী, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সংগঠনগুলি অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র বিশ্বের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি এই পদযাত্রার ভূয়ষী প্রশংসা করেন। প্রায় ছয় মাস, জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত এই পদযাত্রা চলে। সমগ্র বিশ্বের প্রায় ৭০-এরও বেশি দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সামিল হন। এ হেন গণ আন্দোলনের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র নায়কেরা শিশুর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগী হন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ ও শোষণ মুক্ত কাজ থেকে রক্ষা করার আইন করেন এবং অঙ্গীকারবদ্ধ করেন।

গ) গুডউইভ ইন্টারন্যাশনালঃ কৈলাশ সত্যার্থী মস্তিষ্কপ্রসূত গুডউইভ ইন্টারন্যাশনাল সংস্থাটি। এই সংস্থাটির পূর্বনাম ছিল 'রুগমার্ক' (১৯৯৮)। শ্রী সত্যার্থী প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটির পেছনে এক ইতিহাস লক্ষ করা যায়। সেই সময় একাধিক কার্পেট সংস্থাগুলির অসাধু ব্যবসায়ীরা ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের তাদের কলকারখানায় ঘন্টার পর ঘন্টা খাটিয়ে নিত সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। শ্রী সত্যার্থীও এই সমস্ত জায়গাগুলিতে হানা দিতে শুরু করেন। ঠিকাদারেরা শ্রী সত্যার্থীকে মারধর করেন। সত্যার্থী এই অভিযানে অল ইন্ডিয়া কার্পেট ম্যানুফ্যাকচারির অ্যাসোসিয়েশনের লোকেরা ভয় পেল। সত্যার্থী তার অভিযান চালিয়ে যান ভয় না পেয়েই। সংবাদ পত্র-পত্রিকায় তার এই লড়াই বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। এর ফলে কার্পেটের আমদানি ও রপ্তানি কমতে থাকে। আমেরিকা, অস্টেলিয়া ও ইউরোপের একাধিক দেশে শিশুদের শ্রমে নির্মিত কোম্পানীর কার্পেট বর্জন করেন। ফলত প্রায় ৫০ শতাংশেরও বেশি কার্পেট রপ্তানী কমে যায়। সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে কৈলাশ সত্যার্থী সমাধানসূত্র বার করেন। প্রতিষ্ঠা করেন 'রুগমার্ক'। শর্ত হল দেশের আভ্যন্তরীন ও বাইরের রপ্তানীর জন্য কার্পেটে রুগমার্কের সিল লাগানো থাকবে। সর্বোপরি এই রুগমার্ক লেবেলের অর্থ হল এই কার্পেটগুলি শিশুরা তৈরী করেনি। কৈলাশ সত্যার্থী এহেন কর্ম পরিকল্পনা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করে। রুগমার্কের এই পরিকল্পনার প্রসার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রসারিত। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই প্রকল্প ভারতবর্ষে শুরু হয় এবং এর পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে

নেপাল ও অন্যান্য রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী সময় জার্মানী, আমেরিকা সহ একাধিক রাষ্ট্রে গুডউইভ ইন্টারন্যাশনাল প্রচারিত হয় এবং প্রশংসিত হয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'রুগমার্ক ইন্টারন্যাশনাল' নামে এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে এটি গুডউইভ ইন্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত। সার্বিকভাবে বলা যায় শ্রী কৈলাশ সত্যার্থীর শিশুর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গুডউইভ ইন্টারন্যাশনাল বিশেষ গুরুত্বের ও প্রশংসার ও প্রশংসার দাবি রাখে।

ঘ) শিশুমিত্র গ্রাম: কৈলাশ সত্যার্থী 'শিশুমিত্র গ্রাম' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানত এটি বি.বি.এ।-এরই অন্তর্ভূক্ত সংস্থা। শিশুমিত্র গ্রামের কাজ হল বিভিন্ন কলকারখানা, হোটেল, রেস্তোরাঁও, কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি থেকে উদ্ধার করা শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও দেখভাল করা। জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাদের সকলকে সমাজের সকলের সমান মর্যাদায় গড়ে তোলা। সর্বোপরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা তাদেরকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রতিনিধিত্ব করানো।

ঙ) মুক্তি আশ্রম ও বাল আশ্রম: মুক্তি আশ্রম ও বাল আশ্রম বি.বি.এ-এর অন্তর্ভূক্ত সংস্থা। যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করা শিশুদের উদ্ধার করে পুণর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে শিশুদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও তাদেরকে গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার সময়োপযোগী ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মুক্তি আশ্রমের অবস্থান দিল্লি এবং বাল আশ্রমের অবস্থান রাজস্থান। শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিশুর শিক্ষার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে 'মুক্তি আশ্রম' ও 'বাল আশ্রম' বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

উপসংহারঃ রাষ্ট্রপুঞ্জ কৈলাশ সত্যার্থীর ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ডকে মান্যতা দিয়েছেন। শ্রী সত্যার্থী ইউনেস্কোর অন্যতম সদস্য হিসাবে মনোনীত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ৪০টিরও বেশি দেশ তাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করেছেন। বিভিন্ন মাধ্যমে লেখালেখি, রেডিও, টেলিভিশনে একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য ও সাক্ষাৎকার সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে উজ্জীবিত করেছে। একাধিক দেশের নীতি নির্ধারকদের ও রাষ্ট্রনেতাদের শিশুর অধিকার ও শিক্ষা বিষয়ের চিন্তা ভাবনাকে প্রভাবিত করেছেন । ভারতবর্ষে শিশুর শিক্ষার অধিকার আইন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প, শিশুশ্রম আইন সংস্কার ও রূপায়নে শ্রী সত্যার্থী বিশেষ অবদান রয়েছে। শ্রী সত্যার্থীর প্রতিষ্ঠিত বচপন বাঁচাও আন্দোলন বা সেভ দি চাইল্ডহুড, গ্লোবাল মার্চ, গুডউইভ ইন্টারন্যাশনাল, শিশুমিত্র গ্রাম, বাল আশ্রম, মুক্তি আশ্রম শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিশুর শিক্ষার অধিকার অর্জনে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ও প্রচারিত। পূর্বোক্ত সার্বিক পর্যালোচনার নিরিখে বলা যায় শিশুর অধিকার অর্জন ও শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষায় কৈলাশ সত্যার্থীর অবদান অবিস্মরণীয়। কৈলাশ সত্যার্থী শিশুর অধিকার ও শিক্ষার অধিকার রক্ষায় আন্দোলনে বিশ্বের দরবারে এক অদ্বিতীয় এবং কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব।

গ্রন্থপঞ্জী:

1. Aggarwal, J.C. (2008). **Modern Indian Education. Delhi: Shipra.**
2. Aggarwal, J.C. (2009). Recent Development and trends in Education. Delhi:Shipra.
3. Chaudhuri, Chinmay. (2017). Concept and The protection of Human rights. Kolkata. Day's
4. Guha Ray, Sidhartha. (2012). Manabadhikar O Ganatantrik Adhikar Aitihasik Prekshapat. Kolkata: Mitram.
5. Levin, Lia. (2016). Human Rights. New Delhi: NBT.
6. Lamb, Chirstina., & Yousufzai, Malala. (2014). I am malala: The girl who stood Up for Education and Was Shot by the Taliban. Great Britain:Weidenfeld & Nicolson.

7. Mc Cormict, Partricia., & Yousufzai. (2015) I am malala: How one Girl Stood Up for Education and changed The World. London: Orion.
8. Mukhopadhayay, Dr. Dulal; Halder, Tarini., & Chand, Binayak. (2016) Samakalin Bharatbarsha O Siksha. Kolkata:Aaheli.
9. Satyarthi, Kailash. (2016) Child Labour in India-Challenges & Solution. New Delhi: Malayala Manoroma.
10. Satyarthi, Kailash. (2017) Will for Children. New Delhi: Prabhat.
11. Sen, prithwiraj. (2015). Satyarthi & Malala. Kolkata Parul.
12. Sharma, Aashok Kumar., & Bharadwaj, Krittika. (2015). Kailash Satyarthi. New Delhi:Diamond.
13. Vat sala, Pratyush.(2016). Human Rights Issues and Challenges. New Delhi:Atlantic